গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ...., ২০২১

নং ২৮.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৭.১৬ ''**এলপি গ্যাস সমন্বিত নীতিমালা, ২০২১**'' প্রজ্ঞাপনটি এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

ভূমিকা:

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও পরিবেশ সংরক্ষণে লিক্যুইফাইড (তরলীকৃত) পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপি গ্যাস বা এলপিজি) একটি সম্ভাবনাময় জ্বালানি। এলপিজি বর্তমানে গৃহস্থালি, অটোগ্যাস, বাণিজ্যিক, ক্ষুদ্র শিল্প, (বিদ্যুৎ), কেমিক্যাল এবং প্রসেস ইন্ডাস্ট্রির জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এলপিজির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে ক্রমশঃ এলপিজি ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ শিল্পকে সহায়তা, তত্ত্বাবধান ও তদারকির জন্য ''এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা ২০১৬'', ''তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৬'' এবং ''এলপি গ্যাস অপারেশনাল লাইসেন্সিং নীতিমালা ২০১৭'' শীর্ষক ৩টি নীতিমালা বর্তমানে কার্যকর আছে। বর্ণিত ৩টি নীতিমালাকে স্পষ্টীকরণ, প্রায়োগিক এবং অধিকতর বিনিয়োগ বান্ধব করার লক্ষ্যে সমন্বিত করা প্রয়োজন।

এলপি গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য এলপিজি আমদানি, রপ্তানি, মজুদ, জেটি বা Conventional Buoy Mooring (সিবিএম) সুবিধাসহ টার্মিনাল স্থাপন, বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, অটোগ্যাস ডিসপেন্সিং বা রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের জন্য রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, রেটিকুলেটেড পদ্ধতির জন্য এলপিজি মজুদ ও ব্যবহার, এলপিজি পরিবহন এবং জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে এ গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার নিয়োগের সাথে ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার, এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এলপি গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার, সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, আমদানি, রপ্তানি, স্থাপনা নির্মাণ, বিতরণ ও বিপণন, ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার নিয়োগ, মান নিয়ন্ত্রণ, প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণপূর্বক ইতঃপূর্বে প্রণীত উপরে বর্ণিত ৩টি নীতিমালা সমন্বিত করে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। শিরোনাম:

২.১। এ নীতিমালা "**এলপি গ্যাস সমন্বিত নীতিমালা, ২০২১**" নামে অভিহিত হবে।

৩। নোট/ব্যাখ্যা:

৩.১। লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপি গ্যাস অর্থ এলপি গ্যাস বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস যাহা বাণিজ্যিক বিউটেন, বাণিজ্যিক প্রোপেন এবং উহাদের মিশ্রণ।

৩.২। সিবিএম (CBM) অর্থ কনভেনশনাল বয়া মুরিং (Conventional Buoy Mooring) সুবিধা যার মাধ্যমে সাগর বা জলভাগে জাহাজ নোঙ্গার করতঃ এলপিজি বা তরল পণ্য খালাস করে সাব সয়েল পাইপ লাইনের মাধ্যমে মজুদাগারে নেয়া হয়।

৩.৩। এলপিজি মজুদ অর্থ 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' এ সংজ্ঞায়িত এলপিজি ভর্তি গ্যাসাধার, যা বিশেষভাবে নির্মিত ট্যাংক, যেখানে চাপযুক্ত এলপিজি তরল ও গ্যাসের মিশ্রণ হিসেবে বা ক্রাইয়োজনিক ফর্মে সংরক্ষিত হয়।

৩.৪। এলপিজি জেটি অর্থ নদী বা সাগরে নির্মিত স্থাপনা যেখানে জাহাজ নোঙ্গার করা যায় এবং বিশেষ ব্যবস্থায় জাহাজ থেকে এলপিজি খালাস অথবা জাহাজে বোঝাই করা যায়।

৩.৫। এলপিজি টার্মিনাল অর্থ এলপিজি মজুদ ট্যাংক, পাইপলাইন, মেশিনারী ও ইক্যুইপমেন্ট, বন্দর অবকাঠামো ইত্যাদি সম্বলিত এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে এলপিজি (প্রোপেন ও বিউটেন) আমদানি, রপ্তানি, আংশিক মিশ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

৩.৬। স্যাটেলাইট এলপিজি প্ল্যান্ট অর্থ এলপিজি অপারেটর কর্তৃক অঞ্চল ভিত্তিক স্থাপনকৃত ছোট বা মাঝারি আকারের এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট।

৩.৭। অটোগ্যাস অর্থ ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনের জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য এলপিজি।

৩.৮। অটোগ্যাস ডিসপেন্সিং/রিফুয়েলিং স্টেশন অর্থ এমন একটি স্থাপনা যেখান থেকে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের (Automobile Engine) জ্বালানি হিসেবে এলপিজি সরবরাহ করা হয়।

৩.৯। রূপান্তর ওয়ার্কশপ অর্থ এমন একটি ওয়ার্কশপ বা কারখানা যেখানে এলপিজিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যানবাহনের ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

৩.১০। ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলার অর্থ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে এলপিজি বিতরণ ও বিপণন করার জন্য এলপি গ্যাস অপারেটর বা ফ্রাঞ্চাইজি কর্তৃক নিয়োগ বা মনোনয়ন দেয়া হয়।

৩.১১। ফ্রাঞ্চাইজি অর্থ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে এলপি গ্যাস অপারেটর কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান অপারেটরের ট্রেড নাম বা ট্রেড মার্কসহ স্বীয় ট্রেড নাম বা ট্রেড মার্ক ব্যবহার করে এলপিজি বোতলজাত ও নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করবে।

৩.১২। এলপি গ্যাস অপারেটর অর্থ সারাদেশে এক বা একাধিক স্থানে ন্যূনতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টন এলপিজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মজুদ ট্যাংক বা ট্যাংকসমূহ স্থাপন করে এলপিজি পরিবহন, বিতরণ, বিপণন বা রপ্তানি করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত স্থাপনা নির্মাণ এবং/অথবা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান:

(ক) নিজস্ব জেটিসহ টার্মিনাল বা অন্যের জেটি ও টার্মিনাল ব্যবহার করে এলপিজি আমদানি এবং/অথবা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এলপিজি সংগ্রহ, বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, বোতলজাতকরণ, অটোগ্যাস ডিসপেন্সিং বা রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, যানবাহনের ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের জন্য রূপান্তর ওয়ার্কশপ নির্মাণ;

অথবা

(খ) নিজস্ব জেটিসহ টার্মিনাল বা অন্যের জেটি ও টার্মিনাল ব্যবহার করে এলপিজি আমদানি এবং/অথবা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এলপিজি সংগ্রহ করে বাল্ক বিক্রি;

অথবা

(গ) নিজস্ব জেটিসহ টার্মিনাল বা অন্যের জেটি ও টার্মিনাল ব্যবহার করে এলপিজি আমদানি এবং/অথবা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এলপিজি সংগ্রহ, অটোগ্যাস ডিসপেন্সিং বা রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, অটোগ্যাস হিসেবে বিক্রি;

অথবা

(ঘ) নিজস্ব জেটিসহ টার্মিনাল বা অন্যের জেটি ও টার্মিনাল ব্যবহার করে এলপিজি আমদানি এবং/অথবা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এলপিজি সংগ্রহ, বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন ও বোতলজাতকরণ;

৪। এলপি গ্যাস অপারেটরের যোগ্যতা:

৪.১। প্ল্যান্ট/স্থাপনাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র যেমন দলিল, পর্চা, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) অথবা লিজ গ্রহণকৃত জমির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫ বছর মেয়াদি রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র থাকতে হবে।

৪.২। অপারেটর হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবসা পরিচালনার আর্থিক সামর্থ্য ও প্ল্যান্ট/স্থাপনাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক আর্থিক সামর্থ্যের নির্ধারিত মানদন্ডের প্রমাণপত্র থাকতে হবে (যেমন আয়কর প্রদানের সনদপত্র) এবং কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি না হওয়া।

৪.৩। অপারেটর হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট/স্থাপনা নির্মাণের জন্য আবেদনকারীর আর্থিক সক্ষমতার পক্ষে প্রকল্প প্রস্তাবে উপস্থাপিত Debt-Equity Ratio এর আনুপাতিক হারে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ নিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment) এবং নিজস্ব অর্থের সক্ষমতার প্রমাণপত্র থাকতে হবে।

৪.৪। জ্বালানি বা বিদ্যুৎ বা ভারী শিল্প নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অথবা এ ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশী/বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture থাকতে হবে।

৪.৫। সরকার নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৫। ফ্রাঞ্চাইজির যোগ্যতা:

৫.১। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ন্যূনতম ৩০০ (তিনশত) মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক থাকতে হবে। ফ্রাঞ্চাইজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন ও বোতলজাতকরণ এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এলপিজি পরিবহন, বিতরণ, বিপণন ও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

৫.২। প্ল্যান্ট/স্থাপনাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জমির নিজস্ব মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র (দলিল, পর্চা, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) অথবা লিজ গ্রহণকৃত জমির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫ বছর মেয়াদি রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র থাকতে হবে।

৫.৩। ফ্রাঞ্চাইজি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট/স্থাপনা নির্মাণের জন্য আবেদনকারীর আর্থিক সক্ষমতার পক্ষে প্রকল্প প্রস্তাবে উপস্থাপিত Debt-Equity Ratio এর আনুপাতিক হারে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ নিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment), নিজস্ব অর্থের সক্ষমতার প্রমাণপত্র এবং নিজ নামে আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে।

৫.৪। অপারেটরের সাথে কমপক্ষে ১৫ বছরের চুক্তি থাকতে হবে।

৫.৫। ফ্রাঞ্চাইজি যতদিন অপারেটরের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফ্রাঞ্চাইজি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

৫.৬| সরকার নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৬। এলপি গ্যাস অপারেটরের প্রতিপালনীয় শর্তাবলি:

৬.১। সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস অপারেশনের জন্য এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট, জেটি, টার্মিনাল, স্টোরেজ ট্যাংক, অটোগ্যাস স্টেশন ও যানবাহনের ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের জন্য কনভার্সন ওয়ার্কশপ (কনভার্সন ওয়ার্কশপ) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবে না। (১৯৭৪)

৬.২। এলপি গ্যাস অপারেটর হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকার হতে প্রথমে প্রতিটি প্ল্যান্ট/স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি এবং পরবর্তীতে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। প্ল্যান্ট/স্থাপনা নির্মাণ এবং ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি গ্রহণের পর নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী (তফসিল ১) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

৬.৩। অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারকে, প্রযোজ্য মতে, এলপিজি টার্মিনাল, স্টোরেজ ট্যাংক, বটলিং প্ল্যান্ট, অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্সন ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিবহন, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন/বিধি/নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে:
(ক) ‘বিস্ফোরক আইন ১৮৮৪’
(খ) ‘বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন ১৯৭৪’
(গ) ‘গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা ১৯৯১’
(ঘ) ‘গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫’
(ঙ) ‘বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩’
(চ) ‘তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)’
(ছ) ‘বাংলাদেশ গ্যাস আইন ২০১০’
(জ) ‘পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬’
(ঝ) ‘বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন ২০১৬’
(ঞ) ‘এলপি গ্যাস **সমন্বিত** নীতিমালা, ২০২১’ সহ ইতোমধ্যে প্রণীত এবং ভবিষ্যতে প্রণীতব্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
উপরে উল্লিখিত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার কোন ব্যত্যয় ঘটলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এলপি গ্যাস অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার দায়ী হবে।

৬.৪। অপারেটর কর্তৃক ফ্রাঞ্চাইজি নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অপারেটরকে আবেদন করতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী ফ্রাঞ্চাইজির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় দালিলাদি বিবেচনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অনুমোদন প্রদান করবে। সরকারের অনুমোদনবিহীন কোন ফ্রাঞ্চাইজি নিয়োগ করা হলে অপারেটরের অনুমতি বাতিলযোগ্য হবে।

৬.৫। অপারেটর সরাসরি অথবা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ কর্তৃক অনুমোদিত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে গৃহস্থালি, অটোগ্যাস, বাণিজ্যিক ও শিল্প কাজে ব্যবহারের জন্য সমগ্র বাংলাদেশে অথবা সরকার নির্ধারিত

বিশেষ অঞ্চলে এলপি গ্যাস বিতরণ ও বিপণন করতে পারবে। এক্ষেত্রে, অপারেটর কর্তৃক ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের মধ্যে দেশের প্রচলিত বিধি বিধান/আইন প্রতিপালনপূর্বক বিপিসির নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী (তফসিল ১) চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অপারেটর কর্তৃক প্রতিবছর জানুয়ারির মধ্যে হালনাগাদ ফ্রাঞ্চাইজি, ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরের তালিকা বিপিসি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরে দাখিল করতে হবে। বছরের মধ্যবর্তী সময়ে কোন ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের সাথে অপারেটরের চুক্তি বাতিল অথবা নতুন ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার নিয়োগ করা হলে অনতিবিলম্বে তা বিপিসি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

৬.৬। অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার ব্যতীত অন্য কেউ গৃহস্থালি, অটোগ্যাস, বাণিজ্যিক ও শিল্প কাজে ব্যবহারের জন্য এলপি গ্যাস বিতরণ ও বিপণন করতে পারবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারকে 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৬.৭। এ নীতিমালায় উল্লিখিত আইন, বিধি এবং সকল শর্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার পালন করতে বাধ্য থাকবে। অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার এ নীতিমালায় উল্লিখিত আইন, বিধি এবং শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে সরকার এলপি গ্যাস অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারদের অনুমতি বা লাইসেন্সসহ অপারেশনের সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিতে পারবে।

৬.৮। এলপি গ্যাস অপারেটর কর্তৃক সারাদেশে নির্মিত এক বা একাধিক এলপিজি মজুদ ট্যাংকের সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ন্যূনতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টন হতে হবে।

৬.৯। এলপি গ্যাস আমদানির জন্য অপারেটরকে বছরের শুরুতে তৎকালীন বা সময়ে সময়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। (১৯৭৪)

৬.১০। বোতলজাত এলপি গ্যাস বা বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস রপ্তানির জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনাপত্তি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬.১১। সরকার অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন (তফসিল ৩) অনুযায়ী এলপি গ্যাস সংগ্রহ, আমদানি, মজুদ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও বিতরণ করতে হবে। অপারেটরকে আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত এলপিজির পরিমাণসহ যাবতীয় তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে বিপিসিতে প্রেরণ করতে হবে।

৬.১২। এলপিজি টার্মিনাল, জেটি, প্ল্যান্ট/স্থাপনা, অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুসরণ করতে হবে।

৬.১৩। যে সকল প্রতিষ্ঠানকে এ নীতিমালার পূর্বে প্রণীত নীতিমালার আওতায় প্ল্যান্ট স্থাপন বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুমতিপত্রে বর্ণিত সময় বিশেষ বিবেচনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এলপিজি মজুদ ট্যাংকসমূহের ধারণ ক্ষমতা ন্যূনতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টনে উন্নীত করে ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত অনুমতি বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

৬.১৪। যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক অনুমোদন ব্যতীত পূর্ব হতে অথবা প্রাথমিক অনুমোদনের ভিত্তিতে এলপি গ্যাসের ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং যাদের এলপিজি মজুদ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টন নেই সে সকল প্রতিষ্ঠানকে ''এলপি গ্যাস অপারেশনাল সমন্বিত নীতিমালা, ২০২০'' অনুযায়ী অপারেটর হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এ নীতিমালা প্রকাশের তারিখ হতে ০২(দুই) বছরের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্ল্যান্ট বা প্ল্যান্টসমূহের এলপি গ্যাস মজুদ ট্যাংকসমূহের ধারণ ক্ষমতা ন্যূনতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টনে উন্নীত করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত অনুমতি বাতিলসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে স্থানীয় রিফাইনারী বা পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট হতে প্রাপ্ত এলপিজি মজুদের ক্ষেত্রে ট্যাংকের মজুদ/ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টনে উন্নীতকরণের শর্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ শিথিল করতে পারবে।

৬.১৫। অনুচ্ছেদ ৬.১৪ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা এবং সরকার অনুমোদিত যে সকল বটলিং প্ল্যান্ট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এককভাবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টন এলপিজি ধারণ ক্ষমতার ট্যাংক নির্মাণ করতে সক্ষম হবে না তারা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে যৌথ কোম্পানি বা কনসোর্টিয়াম গঠনপূর্বক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মেট্রিক টনের এলপিজি মজুদের সক্ষমতা অর্জন করে একক নামে পণ্য বাজারজাত করতে পারবে।

৬.১৬। যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্বে প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্ত তবে এলপি গ্যাস অপারেটর হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেনি, সে সকল প্রতিষ্ঠানের উপরও এ নীতিমালার সকল শর্ত প্রযোজ্য হবে এবং এলপি গ্যাস অপারেটর হিসেবে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত ব্যবসা শুরু করতে পারবে না।

৬.১৭। কোন অপারেটর নিজস্ব সিলিন্ডার ছাড়া অন্য কোন অপারেটর বা প্রতিষ্ঠানের সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি (ক্রস ফিলিং) করে বিতরণ ও বিপণন করতে পারবে না। তবে, উভয়ের সম্মতিক্রমে বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ক্রস ফিলিং ফিলিং করতে পারবে। এক্ষেত্রে ঐ সকল সিলিন্ডারের দায় দায়িত্ব সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তিকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে। (স্টেকহোল্ডার পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে)

৬.১৮। এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে স্ব স্ব অপারেটরকে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে, সিলিন্ডারের ভাল্ভ এর সাইজ ও গায়ের রং সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। সিলিন্ডারের স্পেসিফিকেশন, মান, ভাল্ভ, রেগুলেটর, যন্ত্রপাতি ও এক্সেসরিজের সামঞ্জস্যতাসহ ব্যবহারবিধি, যাবতীয় তথ্যাবলি 'গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১' ও 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুযায়ী প্রতিপালন করতে হবে। এছাড়া, বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম সিলিন্ডারের বডির উপরের অংশে Emboss, কলারে Piercing (Window Cut) ও ভাল্ভ এর গায়ে খোদাই (Engrave/ Emboss) করতে হবে।

৬.১৯। এলপি গ্যাস অপারেশনের সকল স্থাপনায় নিরাপত্তার প্রয়োজনে বিস্ফোরক পরিদপ্তর নির্ধারিত সংখ্যক গ্যাস ডিটেক্টর স্থাপন করতে হবে।

৬.২০। সরকার কোন অপারেটরকে এলপিজি বাজারজাতকরণের জন্য সমগ্র বাংলাদেশ বা কোন বিশেষ অঞ্চল নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

৭। এলপিজি প্ল্যান্ট, অটোগ্যাস স্টেশন এবং রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপনের নিয়মাবলী:

ক। **এলপিজি সংক্রান্ত স্থাপনা নির্মাণের নিয়মাবলী:**

(১) সরকার তথা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস সংক্রান্ত স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।

(২) জেটিসহ টার্মিনাল, এলপিজি মজুদ ট্যাংক, বটলিং প্ল্যান্ট এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)', গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ ও গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(৩) প্রস্তাবিত এলপিজি সংক্রান্ত স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে আবাসিক/জনবহুল এলাকা পরিহার করতে হবে।

(৪) এলপিজি আমদানির সুযোগ সুবিধা বা আমদানিকারকদের নিকট থেকে এলপিজি গ্রহণ পরিবহন, এলপিজি মজুদ করণ এবং বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনা পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ অনুযায়ী উপযোগী স্থানে প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

(৫) জেটিসহ টার্মিনাল, ভূ উপরস্থ/ভূ গর্ভস্থ/মাউন্ডেড মজুদ ট্যাংক, বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুযায়ী প্রণিতব্য নকশা মোতাবেক জমি থাকতে হবে।

(৬) এলপিজি প্ল্যান্ট বা স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্তির ৪ (চার) বছরের মধ্যে এ নীতিমালার সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন, লাইসেন্স গ্রহণ, অনাপত্তিপত্র সংগ্রহপূর্বক স্থাপনা নির্মাণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতির জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করতে হবে। যৌক্তিক কারণে উল্লিখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আরো ১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৭) প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অনাপত্তি, জেলা প্রশাসক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ বোর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট বিএসটিআই) কর্তৃক পরিমাপ যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন সনদ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি)সহ সরকারের বিধিবদ্ধ সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন/লাইসেন্স পাওয়ার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এলপিজি ব্যবসা পরিচালনার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(৮) বর্তমানে প্রচলিত বিধি বিধান এবং প্ল্যান্ট স্থাপনের পর ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত প্রণীত আইন/বিধি/নীতিমালা ও পদ্ধতি সকল এলপিজি প্ল্যান্টের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(৯) এতদসংক্রান্ত আবেদনকারীকে নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকার হতে প্রথমে প্রতিটি প্ল্যান্ট/স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি এবং পরবর্তীতে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(১০) যে সকল প্রতিষ্ঠান পূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক অনুমোদনের ভিত্তিতে এলপি গ্যাসের ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং প্ল্যান্ট পরিচালনা/চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানকে এ নীতিমালা প্রকাশের তারিখ হতে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭ক(১১) এ বর্ণিত শর্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল শত পূরণ করে ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন গ্রহণ ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তবে যৌক্তিক কারণে উল্লিখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সরকার আরো ৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

(১১) যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্ত তবে এলপি গ্যাস অপারেটর হিসেব ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেনি, সে সকল প্রতিষ্ঠানের উপর এ নীতিমালার সকল শর্ত প্রযোজ্য হবে এবং সরকারের নিকট থেকে ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন ও এলপি গ্যাস অপারেটরের লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত তারা ব্যবসা শুরু করতে পারবে না।

(১২) এলপিজি পরিবহনে ব্যবহার্য রিভার ট্যাংকার ও রোড ট্যাংকার কারিগরী দিক থেকে যথোপযুক্ত এবং এ বিষয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল আইন/নিয়মাবলী প্রতিপালন করতে হবে।

খ। অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের নিয়মাবলী:

(১) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমতি প্রাপ্ত অপারেটর ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান **অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন করতে পারবে না;**

(২) অটোগ্যাসের কোন ফ্রাঞ্চাইজি থাকবে না| অপারেটর এবং ডিলার এ দু স্তরে অটোগ্যাস বিপণন ও বিতরণ করতে হবে|

(৩) অপারেটর অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করবে। অনুমতি প্রাপ্তির পর অপারেটর অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ডিলার নিয়োগ করতে পারবে এবং অপারেটরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অপারেটরের তত্ত্বাবধানে ডিলার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করতে পারবে। তবে সকল ডিলারের অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে যাবতীয় অনুমোদন অপারেটরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে গ্রহণ করতে হবে।

(৪) **অপারেটর কর্তৃক অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপনের জন্য নিয়োগকৃত ডিলারের তালিকা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অপারেটর ও ডিলারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এক অপারেটরের নিয়োগকৃত ডিলার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য অপারেটরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না। অপারেটর কর্তৃক প্রতিবছর ১৫ জানুয়ারির মধ্যে হালনাগাদ ডিলারের তালিকা বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিকট দাখিল করতে হবে।**

(৫) অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপনে নতুন স্থানের পরিবর্তে বিদ্যমান ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি স্টেশনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন/ব্যবসা পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা/সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এলপিজি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬) প্রতিপালন করতে হবে এবং অন্যান্য বিষয়ে এই নীতিমালার ৬.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রযোজ্য সকল আইন/বিধি প্রতিপালন করতে হবে।

(৬) অটোগ্যাসের মান/স্ট্যান্ডার্ড বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত মানের হতে হবে;

(৭) **ন্যূনতম দূরত্ব:**

(৭.১) হাইওয়েতে অনুমোদিত একটি অটোগ্যাস স্টেশনের একই দিকে ৪(চার) কিলোমিটার ও বিপরীত দিকে ২(দুই) কিলোমিটারের মধ্যে অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা যাবে না।

(৭.২) সিটি কর্পোরেশন, জেলা শহর ও পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকায় অনুমোদিত একটি অটোগ্যাস স্টেশনের একই দিকে ২(দুই) কিলোমিটার ও বিপরীত দিকে ১(এক) কিলোমিটারের মধ্যে অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা যাবে না।

(৭.৩) সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের আওতা বহির্ভূত এলাকায় অনুমোদিত একটি অটোগ্যাস স্টেশনের একই দিকে ৪(চার) কিলোমিটার ও বিপরীত দিকে ২(দুই) কিলোমিটারের মধ্যে অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা যাবে না।

(৭.৪) বর্তমানে বিদ্যমান অনুমোদিত ফিলিং স্টেশনসমূহে নীতিমালা অনুযায়ী মেশিনারী/যন্ত্রপাতিসমূহের আন্তঃ দূরত্ব বজায় রেখে অটোগ্যাস ফিলিং স্থাপন করা হলে অনুচ্ছেদ ৭ খ(৩.১), ৭ খ(৩.২) ও ৭ খ(৩.৩) এ বর্ণিত ন্যূনতম দূরত্বের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

তবে, বিশেষ প্রয়োজনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ন্যূনতম দূরত্বসীমার শর্ত শিথিল করতে পারবে। (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে)

(৮) অবস্থান:

(৮.১) প্রস্তাবিত অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের অবস্থান এমন স্থানে হতে হবে যাতে সড়কে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়;

(৮.২) রিফুয়েলিং স্টেশনের প্রাঙ্গণ সড়কের বাঁক, ঢাল, সংযোগ স্থল এবং ব্রীজ হতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত হতে হবে;

(৮.৩) রিফুয়েলিং স্টেশনের প্রাঙ্গণে গমন ও বাহিরের পৃথক দুটি পথ থাকতে হবে;

(৮.৪) রিফুয়েলিং স্টেশন বাসস্ট্যান্ড, রেললাইন বা বাস টার্মিনাল হতে ন্যূনতম ১০০ মিটার দূরে হতে হবে;

(৮.৫) প্রস্তাবিত রিফুয়েলিং স্টেশন উচ্চচাপ (High Tension) বৈদ্যুতিক তারের নিচে স্থাপন করা যাবে না।

(৯) আকার/আয়তন:

অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের আয়তন সিটি কর্পোরেশন ও জেলাশহরের আওতাভুক্ত এলাকায় ন্যূনতম ১০ কাঠা (রাস্তা বরাবর সম্মুখভাগের দৈর্ঘ্য ন্যূনতম ১০০ ফুট এবং প্রস্থ ন্যূনতম ৭০ ফুট) এবং সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের আওতা বহির্ভূত এলাকায় ন্যূনতম ১২ কাঠা (রাস্তা বরাবর সম্মুখভাগের দৈর্ঘ্য ন্যূনতম ১২০ ফুট এবং প্রস্থ ন্যূনতম ৭০ ফুট) হতে হবে। (আলোচনা সাপেক্ষে)

(১০) **পাম্প, পেছনের দেয়াল ও সার্ভিসিং সুবিধাদির অবস্থান:**

পাম্প, পেছনের দেয়াল ও সার্ভিস রুম, এয়ার কম্প্রেসার ডিসপেন্সিং ইউনিটসহ অন্যান্য স্থাপনার অবস্থান/দূরত্ব/আকার'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)'এ বর্ণিত নিরাপদ দূরত্বসীমা অনুসরণ করে স্থাপন করতে হবে।

(১১) **অটোগ্যাস স্টেশনের ডিসপেন্সিং ইউনিট/রিফুয়েলিং পয়েন্টের অবস্থান:**
অটোগ্যাস স্টেশনের ডিসপেন্সিং ইউনিট/রিফুয়েলিং পয়েন্টের অবস্থান 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)'অনুসরণে হতে হবে।

(১২) **নকশা অনুমোদন ও লাইসেন্স গ্রহণ:**

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নকশা অনুমোদন ও লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে নতুন অটোগ্যাস স্টেশনের নির্মাণ কাজ অথবা পুরাতন অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনের প্রাঙ্গণ বা অন্যান্য স্থাপনা পরিবর্তন/পরিবর্ধন বা সংযোজন/বিয়োজন করা যাবে না।

(১৩) **নিরাপত্তা ব্যবস্থা:**

অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুসরণ করতে হবে।

(১৪) **অটোগ্যাস সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ:**

যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাস সিলিন্ডার, প্রতি ১০ (দশ) বছর অন্তর অন্তর হাইড্রোটেস্ট করে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফিটনেস সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) **পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা:**

অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৬) **ড্রাইভ ওয়ে:**

অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের ড্রাইভ ওয়ে প্রশস্ত ও পাকা হতে হবে।

(১৭) **আলোর ব্যবস্থা:**

প্রস্তাবিত অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনে প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা যাবে না।

(১৮) **অন্যান্য শর্তাবলি:**

(১৮.১) অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের ডিসপেন্সিং ইউনিটের মিটার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে;

(১৮.২) অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনে টেলিফোন সংযোগ এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

(১৮.৩) অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন নির্মাণের ক্ষেত্রে সেইফটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে হবে;

(১৮.৪) রিফুয়েলিং স্টেশন পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য রিফুয়েলিং স্টেশন পরিচালনায় নিয়োজিত জনবলকে প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

গ। রূপান্তর ওয়ার্কশপ নির্মাণের নিয়মাবলি:

(১) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমতি ব্যতীত কোন অপারেটর অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন করতে পারবে না;

(২) ওয়ার্কশপ সংলগ্ন সড়কে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না এমন স্থানে অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপ নির্মাণ করতে হবে;

(৩) অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপের প্রাঙ্গণ সড়কের বাঁক, ঢাল, সংযোগস্থল এবং ব্রীজ হতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত হতে হবে;

(৪) অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপে যানবাহন প্রবেশ ও বাহিরের সুগম পথ থাকতে হবে;

(৫) অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপের অবস্থান বাসস্ট্যান্ড বা বাস টার্মিনাল হতে ন্যূনতম ১০০(একশত) মিটার দূরে হতে হবে;

(৬) অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(৭) অটোগ্যাস রূপান্তর কাজে আমদানিকৃত সিলিন্ডার, কিট ও যন্ত্রপাতি 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)'অনুযায়ী স্বীকৃত আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বা কোড অনুসারে প্রস্তুত হতে হবে;

(৮) রূপান্তর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অটোমোটিভ গ্রেডের হতে হবে; এবং

(৯) রূপান্তরিত ইঞ্জিন হতে নির্গত ধোঁয়ার মান পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে।

(১০) এ নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অংশের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে এলপি গ্যাস লিমিটেড অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপের অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

ঘ। জেটিসহ টার্মিনাল নির্মাণের নিয়মাবলি:

(১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি জাহাজ বা নৌযান থেকে এলপিজি খালাস অথবা জাহাজ বা নৌযানে এলপিজি বোঝাই/ভর্তি করার জন্য জেটি বা জেটিসহ টার্মিনাল নির্মাণ করতে পারবে না;

(২) এলপিজিবাহী জাহাজ বা নৌযান নঙ্গর করতে সক্ষম এমন নদী বা চ্যানেল বা সাগর তীরবর্তী স্থানে প্রস্তাবিত **জেটি বা জেটিসহ টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে**।

(৩) প্রস্তাবিত **জেটি বা জেটিসহ টার্মিনাল নির্মাণের ক্ষেত্রে** আবাসিক/জনবহুল এলাকা পরিহার করতে হবে।

(৪) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর জেটি নির্মাণের লক্ষ্যে শিপিং ডিপার্টমেন্ট হতে অনুমতি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ নেভাল হেডকোয়ার্টার থেকে অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

(৫) টার্মিনাল নির্মাণ করার ক্ষেত্রে 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)', গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ ও গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(৬) সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত **জেটি বা জেটিসহ টার্মিনাল নির্মাণ** সংক্রান্ত সকল প্রকার আদেশ/শর্তাবলি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৮। অপারেটর/ফ্রাঞ্চাইজি নিয়োগ প্রক্রিয়া:

৮.১। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস অপারেটর হিসেবে প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য অনুচ্ছেদ ৪, ৬ ও ৭ এ বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ এতদসংগে (ফরম ক) এর মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করবে:

৮.২। প্ল্যান্ট/স্থাপনাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জমির নিজস্ব মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র (দলিল, পর্চা, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) অথবা লিজ গ্রহণকৃত জমির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫ বছর মেয়াদি রেজিস্টার্ড চুক্তিপত্র থাকতে হবে;

৮.৩। প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal/Project Proforma);

৮.৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন (Feasibility Study Report);

৮.৫। প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমুহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan);

৮.৬। ভূমি ব্যবহারে জেলা প্রশাসকের অনাপত্তিপত্র;

৮.৭। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

৮.৮। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্র;

৮.৯। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্ল্যান্ট/স্থাপনার অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাদির অনাপত্তিপত্র;

৮.১০। আর্থিক সক্ষমতার পক্ষে প্রকল্প প্রস্তাবে উপস্থাপিত Debt-Equity Ratio এর আনুপাতিক হারে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ নিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment) এবং নিজস্ব অর্থের সক্ষমতার প্রমাণপত্র থাকতে হবে; ঋণখেলাপী বা অভ্যাসগত ডিফল্টার কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৮.১১। ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি;

৮.১২। আয়কর সনদ (e-TIN) এবং সর্বশেষ বছরের আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি;

৮.১৩। ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন ও মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন;

৮.১৪। আবেদনকারীর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর) জাতীয় পরচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;

৮.১৫। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেনট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এর অনুমতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৮.১৬। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধের চালান বা ব্যাংক ড্রাফট; এবং

৮.১৭। সরকার বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোন কাগজপত্র।

৮.১৮। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো (সময়ে সময়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য)

৮.১৯। অটোগ্যাস কনভার্সন সেন্টার স্থাপনের জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নোক্ত তথ্যাবলী দাখিল করতে হবে:

(ক) অটোগ্যাস স্টেশন সংখ্যা;

(খ) প্রস্তাবিত স্থানের লে আউট(Lay Out);

(গ) উদ্যোক্তা বা জনবলের কারিগরি জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাবলি;

(ঘ) অটোগ্যাস রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফ্লো চার্ট (Flow Chart);
(ঙ) অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থানের লে আউট প্ল্যান; ও

(চ) আমদানিতব্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ উৎস ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি

৮.২০। ফ্রাঞ্চাইজি নিয়োগের ক্ষেত্রে অপারেটরকে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী দাখিল করতে হবে:

(ক) অনুচ্ছেদে ৫ এ বর্ণিত যোগ্যতার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র;

(খ) ব্যবসা পরিচালনার এলাকা;

(গ) স্টোরেজ ক্যাপাসিটি;

(ঙ) যানবাহন;

(চ) ব্র্যান্ড নাম/ ট্রেড ন্যাম;

(ছ) ৮.৩ হতে ৮.১৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাগজপত্র।

৯। প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে আবেদন নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া:

৯.১। অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্ণিত কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনটি সরেজমিন যাচাই এর জন্য বিপিসি বরাবর প্রেরণ করবে। বিপিসি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে। উক্ত প্রতিবেদন ও মতামত বিশ্লেষণ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান করবে অথবা আবশ্যকীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করবে অথবা আবেদন না মঞ্জুরপূর্বক অবহিত করবে।

৯.২। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়।

৯.৩। অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের ক্ষেত্রে:

নীতিগত অনুমোদন
(ক) অপারেটর অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন করতে আগ্রহী হলে সংখ্যা ও স্থান উল্লেখপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করবে। আবেদন প্রাপ্তির পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনটি সরেজমিনে যাচাই করে বিপিসি বরাবর প্রেরণ করবে। বিপিসি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে। বিপিসির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এলপিজি ব্যবসায় অপারেটর হিসেবে সুনাম, অভিজ্ঞতা ও প্রমাণিত আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অটোগ্যাস স্টেশন সংখ্যা নির্ধারণ করে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করবে।
(খ) নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের পর অনুচ্ছেদ ৭ (খ)এর ১ ১৮ ক্রমিকে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। নীতিগত অনুমতির মেয়াদ ২ বছর হবে। নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করে অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন পরিচালনা করা যাবে না। নীতিগত অনুমোদনপ্রাপ্ত অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন সংখ্যার ন্যূনতম ১০% স্থাপন না করা পর্যন্ত অপারেটর অটোগ্যাস স্টেশন পরিচালনার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন না।

স্টেশন পরিচালনার অনুমোদন
(ক) অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপনের জন্য নীতিগত অনুমতি পত্রে বর্ণিত স্টেশন সংখ্যার ন্যূনতম ১০% স্টেশন স্থাপিত হওয়ার পর অপারেটর অটোগ্যাস স্টেশন পরিচালনার অনুমতির জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করবে। প্রাপ্ত আবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। বিস্ফোরক অধিদপ্তর আবেদিত অটোগ্যাস স্টেশন সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাইয়ান্তে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও মতামত বিশ্লেষণ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে স্টেশন পরিচালনার চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করবে।
(খ) নীতিগত অনুমতি প্রাপ্ত সকল অটোগ্যাস স্টেশন ২ বছরের মধ্যে স্থাপন করে পরিচালনার জন্য ৯.৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৯.৪। ফ্রাঞ্চাইজির আবেদন নিস্পত্তি প্রক্রিয়া:

অপারেটর বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য ফ্রাঞ্চাই নিয়োগ করতে ইচ্ছুক হলে অপারেটর ৮.২০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাগজপত্রসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল করবে। আবেদনের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মতামতসহ তদন্তের জন্য বিপিসি বরাবর প্রেরণ করবে। বিপিসি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে। উক্ত প্রতিবেদন ও মতামত বিশ্লেষণ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অপারেটরকে ফ্রাঞ্চাইজি নিয়োগের অনুমতি প্রদান করবে অথবা আবশ্যকীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য অপারেটরকে অবহিত করবে অথবা আবেদন না মঞ্জুরপূর্বক অবহিত করবে। অপারেটরকে ফ্রাঞ্চাইজি নিয়োগের অনুমতি প্রদানের আগে কোন রকম অবকাঠামো/প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে না। করলে তা উচ্ছেদযোগ্য হবে। তবে নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা শিথিলযোগ্য।

১০। ব্যবসা পরিচালনার আবেদন নিস্পত্তির পদ্ধতি:

১০.১। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত অপারেটর অনুমতিপত্র এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী প্ল্যান্ট স্থাপনের পর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের লেটার হেড প্যাডে এলপি গ্যাস আমদানি, স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ, পরিমাণ, পরিবহন ব্যবস্থা, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং অপারেটর কর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলারের বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল করবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন প্রাপ্তির পর প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন করেছে কিনা তা বিপিসির মাধ্যমে যাচাইপূর্বক বিপিসির মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অপারেটরকে এলপিজি উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান অথবা প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি বাতিল অথবা অসমাপ্ত কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

১০.২। **প্ল্যান্টের উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে:**

১০.৩। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্র এবং চুক্তি অনুযায়ী প্ল্যান্ট ও স্থাপনাসমূহের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত As Built Drawing, Commissioning & Testing Report.

১০.৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

১০.৫। কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (প্রযোজ্য মতে);

১০.৬। প্ল্যান্ট ও অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের পরিমাপ যন্ত্রগুলোর বিএসটিআই কর্তৃক ক্যালিব্রেশন সনদ (প্রযোজ্য মতে);

১০.৭। অটোগ্যাস রূপান্তর ওয়ার্কশপ এর As Built Drawing (প্রযোজ্য মতে)

১০.৮। প্ল্যান্ট স্থাপনের পর অপারেটর হিসেবে অনুমতি/স্বীকৃতি

১১। ব্যবসা পরিচালনার শর্তাবলি:

১১.১। এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২ এ বর্ণিত সকল শর্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্টকে প্রতিপালন করতে হবে;

১১.২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বা তৎকর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বিএসটিআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা করার সক্ষমতা সংরক্ষণ করে;

১১.৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনানুগ কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় প্ল্যান্ট পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং পরিদর্শনকালে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;

১১.৪। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পরবর্তী বছরের জন্য বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিপিসির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১১.৫। এলপিজি আমদানির বার্ষিক পরিকল্পনা ও আমদানির পরিমাণ বিপিসির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১১.৬। পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন পণ্য উৎপাদন করা যাবে না;

১১.৭। স্থাপিত টার্মিনাল ও প্ল্যান্টে এলপি গ্যাসের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (তফসিল ৪) থাকতে হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, BSTI এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্তৃপক্ষ এলপি গ্যাসের গুণগতমান পরীক্ষা করতে পারবে;

১১.৮। স্থাপিত বটলিং প্ল্যান্টে এলপিজি সিলিন্ডারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত পরীক্ষা কেন্দ্র থাকতে হবে;

১১.৯। স্থাপিত টার্মিনাল, প্ল্যান্ট, অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের এলপি গ্যাস মজুদ ট্যাংকের উপর পানির স্প্রে ব্যবস্থা (Fixed Sprinkler System as per Code NFPA 15 I ASME কোড ও স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী) থাকতে হবে;

১১.১০। NFPA 58, ASME কোড ও 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত (হালনাগাদ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোড ও স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে টার্মিনাল, প্ল্যান্ট ও অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশনের প্রেসার ভেসেল, ফিলিং মেশিনারীসহ সকল যন্ত্রপাতি আমদানি, প্রস্তুত, স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে;

১১.১১। এলপি গ্যাস অপারেটর বা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কোড ও স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নির্ধারিত মান ও পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার প্রস্তুত বা আমদানি করতে পারবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর প্রস্তুতকৃত বা আমদানিকৃত সিলিন্ডারের গুণগতমান যে কোন সময় পরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১১.১২। প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্রের শর্তাদিসহ টার্মিনাল, প্ল্যান্ট, অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালনা, বিনিয়োগ এবং এলপি গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের জন্য 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণসহ প্রযোজ্য সকল বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১১.১৩। এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বা এলপি গ্যাস পরিবহনযান বা ব্যবহৃত মেশিনারি বা যন্ত্রপাতির দূর্ঘটনার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধিত হয় সেক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তকে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১১.১৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় টার্মিনাল, প্ল্যান্ট, স্থাপনা ও অটোগ্যাস রিফুয়েলিং স্টেশন, রূপান্তর ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করতে পারবে এবং পরিদর্শনকালে যাচিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে অপারেটর অথবা নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলার এবং রূপান্তর ওয়ার্কশপের কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে।

১১.১৫. এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপারেটকে গ্রাহকের নিরাপত্তা বিধানের জন্য 'তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)' অনুযায়ী নির্ধারিত মানের রেগুলেটর রাবার হোস পাইপ ওরিং ক্লিপ ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১১ ১৬ এলপিজি মজুতকরণ বোতলজাতকরণ এবং বিপণনের জন্য অপারেটর তার ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে নতুন সিলিন্ডার সরবরাহের ক্ষেত্রে রেগুলেটর রাবার হোস পাইপ ওরিং ক্লিপসহ সকল যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে। পুরাতন রাবার হোস পাইপ রেগুলেটর ক্লিপসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ নির্ধারিত সময়ে যথাযথ মূল্য গ্রহণ করে পরিবর্তন করবে।

১১ ১৭ কোনো গ্রাহক এলপিজি সরবরাহ প্রাপ্তির জন্য একটি অপারেটরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে। একটি অপারেটরের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় অন্য কোম্পানীর সিলিন্ডার ব্যবহার করবে না এমন বিধান করা যেতে পারে।

১১ ১৮ কোনো ভোক্তা যে কোনো সময় এলপিজি সিলিন্ডার ফেরত প্রদান করে চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং প্রদত্ত নিরাপত্তা জামানত ফেরত পাওয়ার বিধান করা যেতে পারে।

১১ ১৯ কেনো গ্রাহক এলপিজি সিলিন্ডার সরাসরি অপারেটরের নিকট থেকে ক্রয় করবে। অপারেটর নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সিলিন্ডার পৌঁছে দিবে।

১১ ২০ অপারেটর নিজস্ব এ্যাপস বা উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহক চিহ্নিত সেবা প্রদান সিলিন্ডার সংগ্রহ সরবরাহ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.২১। ব্যবসা পরিচালনার অনুমতিপত্র সরকারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরযোগ্য নয়।

১২। খুচরা মূল্য ও ফি নির্ধারণ:

১২.১। এলপি গ্যাস/অটোগ্যাসের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাক্রমে খুচরা মূল্য (Retail Price) নির্ধারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১২.২। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানের এলপি গ্যাস/ অটোগ্যাস বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে।

১২.৩। ''এলপি গ্যাস অপারেশনাল সমন্বিত নীতিমালা ২০২১'' এ বর্ণিত সেবা বা লাইসেন্স প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ফি নির্ধারণ করবে।

১৩। অনুমতি বাতিলকরণ:

অপারেটরকে প্রদত্ত অনুমতি নিম্নোক্ত কারণে বাতিল করা যাবে:

১৩.১। এ নীতিমালায় উল্লিখিত ও দেশের প্রচলিত যেকোন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, অনুমতিপত্র বা এর অংশ বিশেষ এর পরিপন্থী কার্যক্রম এবং এ নীতিমালার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে;

১৩.২। প্ল্যান্ট পরিচালনায় আন্তর্জাতিক কোড ও স্ট্যান্ডার্ড এবং দেশে প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ না করলে;

১৩.৩। উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হলে।

১৩.৪। অপারেটর বা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার এর কোন কার্যক্রম পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে।

১৩.৫। এ নীতিমালায় উল্লিখিত আইন, বিধি এবং সকল শর্ত এলপি গ্যাস অপারেটর এবং তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলারগণ পালন করতে বাধ্য থাকবে, ব্যর্থতায় সরকার এলপি গ্যাস অপারেটরের অনুমোদন ও লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে অথবা উক্ত এলপি গ্যাস অপারেটর কর্তৃক নিয়োগকৃত ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলার, যে এ নীতিমালায় উল্লিখিত আইন, বিধি এবং শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সরকার এলপি গ্যাস বিতরণ ও বিপণন বন্ধের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

১৪। রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট বা অনুরূপ কোন প্রসেস প্ল্যান্ট হতে উপজাত হিসেবে প্রাপ্য এলপিজি কোন ক্রমেই বোতলজাত করে সরাসরি গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা যাবে না। তবে, উক্ত এলপিজি বাল্ক আকারে এলপিজি বোতলজাতকারী প্ল্যান্টের নিকট বিক্রয় করা যাবে।

১৫। এ নীতিমালা স্থাপিত ও স্থাপিতব্য প্ল্যান্ট বা স্থাপনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৬। এ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালায় যাই থাকুক না কেন এ নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

১৭। এ নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে। পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত নীতিমালা অনুমতিপ্রাপ্ত অপারেটরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৮। ইতঃপূর্বে জারীকৃত ''এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা ২০১৬'', ''তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৬'' এবং ''এলপি গ্যাস অপারেশনাল লাইসেন্সিং নীতিমালা ২০১৭'' বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইতঃপূর্বে প্রণীত নীতিমালার আওতায় এ নীতিমালা জারির পূর্বদিন পর্যন্ত সম্পাদিত সকল কার্যক্রম বৈধ মর্মে গণ্য হবে।

১৯। এই নীতিমালা বা এর কোন অনুচ্ছেদ প্রতিপালন না করলে নীতিমালার ৬.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রযোজ্য আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

২০। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আনিছুর রহমান)
সিনিয়র সচিব

ফরম ক

আবেদন ফরম

এলপি গ্যাস অপারেশনাল সমন্বিত নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী

ক্রমিকনং	বর্ণনা		
১।	কোম্পানির নাম	:	
২।	আবেদনকারীর নাম, পদবী এবং জাতীয়তা	:	
৩।	ঠিকানা	:	
৪।	যে ধরনের ব্যবসা করতে ইচ্ছুক		
৫।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান ক) উপজেলা/থানা খ) জেলা গ) জমির পরিমাণ ঘ) পস্ন্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা	 : : : :	
৬।	সংযুক্তি		
	ক) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রের সার্টিফাইড কপি	:	
	খ) প্রকল্প প্রস্তাব	:	
	গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন	:	
	ঘ) প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমুহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan)	:	
	ঙ) ভূমি ব্যবহারে জেলা প্রশাসকের অনাপত্তিপত্র	:	
	চ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র	:	
	ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্র	:	
	জ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক অনুমোদিত অগ্নি নির্বাপনের লে আউট প্ল্যান্ট;	:	
	ঝ) আর্থিক সক্ষমতার পক্ষে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ নিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment) এবং নিজস্ব অর্থের সক্ষমতার প্রমাণপত্র	:	
	ঞ) ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি	:	
	ট) আয়কর সনদ (e-TIN) এবং সর্বশেষ ৩(তিন)বছরের আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি	:	
	ঠ) ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন ও মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন	:	
	ড) আবেদনকারীর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর) সদ্যতোলা ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি	:	
	ঢ) বাংলাদেশ ইনভেস্টমেনট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এর অনুমতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
	ণ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধের চালান বা ব্যাংক ড্রাফট; এবং	:	
	ত) সরকার বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোন কাগজপত্র	:	

আমি/আমরা এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য এবং এতদসংগে উপস্থাপিত দলিলাদি সঠিক। আমি/আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, যদি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপি গ্যাস বা এলপিজি) আমদানি, রপ্তানি, মজুদ, জেটিসহ টার্মিনাল স্থাপন, বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, অটো গ্যাস ডিসপেন্সিং/রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, এলপিজি পরিবহণ, বিতরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে টার্মিনাল/পস্ন্যান্ট/অটোগ্যাস/রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালনা, ফ্রাঞ্চাইজি বা ডিস্ট্রিবিউটার বা ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে বিতরণ ও বিপণনের অনুমোদন দেয়া হয়, তবে আমি/আমরা যাবতীয় আইন কানুন মেনে চলবো। প্রতিজ্ঞা করছি যে, এ অনুমোদনের আওতায় কোন স্বত্ত সুবিধা আমি/আমরা অন্য কারো নিকট বিক্রি, বন্ধক বা অন্য কোনরূপে হস্তান্তর করবো না।

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, এ অনুমোদন সংক্রান্ত কোন অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে মন্ত্রণালয় আমার/আমাদের অনুমোদন বাতিল করার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করে, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে উদ্ভুত কোন বিরোধ (যদি থাকে) এতদসংক্রামত্ম অ্যাক্ট/রুলস/রেগুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তি করা হবে।

আবেদনকারীর সাক্ষর ও সীল